সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

পরকাল

কবর ও হাশর

মুফতী আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী
মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া, সিলেট

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

আকিদা-বিশ্বাস **পরকাল : কবর ও হাশর**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪১ / জুন ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94323-5-7

মূল্য : ৳২৪০.০০ (দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র)
USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

মানবাত্মা—এক অপার রহস্যময় সৃষ্টি। এ সম্পর্কে মানুষকে খুব কমই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এটি আল্লাহর একটি নির্দেশ যার কোনো সমাপ্তি বা শেষ নেই। এজন্য মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। স্বভাবতই মৃত্যুর পর এ আত্মা কোথায় যায় এবং তার কী পরিণতি হয়, এটা জানার আগ্রহ সবার। মুসলিমদের জন্য বিষয়টি অনেক সহজ। আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি, আমরা আবার তাঁর নিকট ফিরে যাব; কিন্তু এই ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে অনেকের ধারণা স্বচ্ছ নয়। কবরের জীবন কেমন হবে, কবে হাশর হবে, বিচার-প্রক্রিয়াই বা কেমন হবে, জান্নাত-জাহান্নাম ও পুলসিরাতের বিবরণসহ মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনেকে জানতে চান। এসব বিষয়বস্তু নিয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*পরকাল : কবর ও হাশর*—রচনা করা হয়েছে। আর এই কাজটি করেছেন জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া, সিলেট-এর উসতায এবং স্বনামধন্য প্রবীণ আলেম মুফতী আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম। তিনি এ গ্রন্থে পরপারের সুবিন্যস্ত কিছু দৃশ্যপট বর্ণনা করেছেন এবং পরিশেষে এ সংক্রান্ত কিছু নির্ভরযোগ্য ঘটনা তুলে ধরেছেন—যা পাঠককে আখেরাতের অনন্ত-অসীম জীবন সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১৫ জুন ২০২০

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আমরা মানব, মানবজাতির জীবনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। ইহকাল ও পরকাল—দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

> প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ ফল দেওয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অগ্নি থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করার তাওফীক দেওয়া হবে সে-ই সফলকাম হবে। (আর তোমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে) দুনিয়ার এই জীবন ধোঁকার সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৮৫)

দুনিয়ার এই জীবন, সুখ-দুঃখ, সহায়-সম্পদ, যাবতীয় চাকচিক্য—একান্ত ক্ষণস্থায়ী; ধোঁকা এবং ধাঁধাঁ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, এখানে সবকিছুই দুদিনের জিন্দেগীর মধ্যেই সীমিত। মৃত্যুর অমোঘ বিধানের মাধ্যমে যখন এই জীবনের অবসান ঘটবে, তখন এখানকার কিছুই সঙ্গে যাবে না। আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। সারা জীবন চরম চেষ্টা-সাধানার বিনিময়ে যা কিছু সংগ্রহ করা হয়েছিল, সব কিছুই পরের হয়ে যাবে। ধন-সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ হয়ে যাবে। নিজের কৃতকর্ম ব্যতীত এই পৃথিবী থেকে মানুষ কিছুই নিতে পারে না, পারবে না। অতএব, বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

(হে রাসূল,) আপনি (তাদের) বলে দেন যে, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ, আর পরহেযগারদের জন্য আখেরাতই উত্তম। (সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৭)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

বরং তোমরা দুনিয়ার এই জিন্দেগীকে প্রাধান্য দাও অথচ আখেরাত হলো উত্তম এবং চিরস্থায়ী। (সূরা আলা, ৮৭ : ১৪-১৭)

উক্ত আয়াতে আখেরাত সম্পর্কে মানবজাতির অবহেলার সমালোচনা করে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা এ পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ; দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের গুরুত্ব তোমাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক; আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে তোমরা গাফেল; অথচ দুনিয়ার জীবন এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী নেয়ামতকে পরিহার করে ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথচ আখেরাতের জিন্দেগীর নেয়ামতসমূহ উত্তম ও চিরস্থায়ী। আখেরাতের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করা এবং তার সন্তুষ্টিলাভে ধন্য হওয়া যা দুনিয়াতে কল্পনাতীত।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা হলো এমন—যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলে তার আঙুলে সমুদ্রের অথৈ পানির যতটুকু আসে, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া ততটুকু মাত্র।

কাতাদা রহ. বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া হলো একটি ধোঁকার স্থান যা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং পাড়ি জামাতে হবে পরপারে। সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এই দুনিয়া অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের থেকে বিদায় নেবে এবং ধ্বংস হবে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এবং আল্লাহর

হুকুম পালন করে ও তার বন্দেগী করে যথাসাধ্য নেক আলম সংগ্রহ করা।[১]

প্রসঙ্গত এখানে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের তিনটি সাথী রয়েছে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি সাথী বিদায় গ্রহণ করে। দ্বিতীয় সাথী কবর পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে, তৃতীয় সাথী তার চিরসঙ্গী হয়। সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাখা জিজ্ঞাসা করলে নবীজি ইরশাদ করেন, 'প্রথম হলো অর্থ সম্পদ—যা মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারিসদের হয়ে যায়। দ্বিতীয় সাথী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব—যারা কবর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়। আর তৃতীয় সাথী মানুষের আমল—তা ভালো হোক, কিংবা মন্দ, তা মানুষের চিরসঙ্গী হয়।'

এতে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ—যত আকর্ষণীয় এবং যত মনোহরই হোক না কেন—দ্বারা মানুষ এই জীবনের সামান্য কয়েকদিনই উপকৃত হতে পারে। অবশেষে মানুষ মাত্রকেই এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। এজন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا

সমস্ত মানুষ ঘুমন্ত। যখন তাদের মৃত্যু হবে, তখন তারা জাগ্রত হবে।

আর তখন তারা এই সত্য উপলব্ধি করবে, এই ক্ষণস্থায়ী জগতের সকল ধন-সম্পদ ও যাবতীয় ঐশ্বর্য যা সে সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেছিল, তা সবই আজ তার জন্য শুধু বেকারই নয়, বরং বিপদজনক। কেননা, জীবনের সবকিছুরই হিসাব দিতে হবে কিয়ামতের কঠিন দিনে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন একজন আদম সন্তানও তার স্থান থেকে নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব সে না দেয়—তার জীবন কী

[১] *তাফসীরে নূরুল কুরআন*, ৪/২৬১।

কাজে ব্যয় করেছে, যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে; অর্থ সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে, কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং যা জানতে পেরেছিল, তার ওপর কতখানি আমল করেছিল।[২]

আর এ কারণেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ﴿۸۸﴾

সেদিন, যেদিন মানুষের অর্থ সম্পদ সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। (সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৮)

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

এই (সোনা, রূপা খেত-খামার) সবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী। যখন এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে তখন এই সবই হবে বেকার। আর শুভ পরিণতি তো আল্লাহ তাআলার নিকটেই রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪)

এই আয়াত দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শান্তির উপকরণ সংগ্রহের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি অনুরাগী হয়ে পরকাল ভুলে না যাওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতিই হলো আখেরাতের চির শান্তির, যা আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তাকেই দান করবেন আখেরাতের নেয়ামত।[৩]

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, মানবজাতির জীবন দুটি—দুনিয়ার জীবন ও পরকালের জীবন। পরকালের জীবনকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়; মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সেই সময়কে আলমে বরযখ বা কবরের জীবন বলা যায়; এবং পুনরুত্থানের পর থেকে যে জীবন শুরু হবে তার শেষ নেই, সেই জীবনকে আখেরাতের জীবন বলা হয়।

[২] তাফসীর নূরুল কুরআন, ৩/১৮০।
[৩] প্রাগুক্ত, ৩/১৮১।

আমি এ গ্রন্থে কবরের জীবন নিয়ে কিছু আলোকপাত করেছি। বর্তমানে কিছু লোক কবরকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে, আর কিছু লোক কবরপূজায় লিপ্ত হয়েছে; অনেকে কবর যিয়ারতকে নাজায়েয বলে, আবার কেউ কেউ ঈসালে সাওয়াবকে নাজায়েয বলে। আবার কিছু বিভ্রান্ত মানুষ অতি বাড়াবাড়ি করে কবরকে সিজদা করতে শুরু করেছে এবং এটিকে কেন্দ্র করে ওরশের আয়োজন করে। তাই এসব বিষয়ে মানুষের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সংশোধন করে সঠিক আকিদা ও বিশ্বাসের দিকে সচেতন করা প্রয়োজন। এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে সে চেষ্টাই করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি, নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরগণের তাফসীর এবং সর্বোপরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা থাকলেও পরে লেখা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মানুষের উপকার ও দ্বীনের প্রচারে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এ কাজে বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মাকতাবাতুল ফুরকান* এগিয়ে এসেছে। আমি এ প্রতিষ্ঠানের উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি ও বরকত কামনা করি।

আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই গ্রন্থটি কবুল করেন; লেখক-প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এর অসিলায় আখেরাতে নাযাতের ফায়সালা করে দেন। আমীন।

আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী
তালেরতল (নয়াহাটি) রতারগাঁও
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

১৯ মে ২০২০

সূচিপত্র

মানুষের মৃত্যু, কবর খনন এবং দাফন **১৩**
✓মৃত্যুর পর করণীয় ১৩
✓কবর খননের সুন্নাত তরিকা ১৩
✓কবরে মুর্দাকে নামানোর পদ্ধতি ১৪
✓আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ১৬

আলমে বরযখ ও কবরের প্রশ্নোত্তর পর্ব **১৮**
✓আলমে বরযখ ১৮
✓কবরের প্রশ্নোত্তর ১৯

কবর যিয়ারতের নামে প্রচলিত ওরশ **২১**
✓প্রচলিত ওরশ প্রসঙ্গ ২২
✓কবর বা মাজার যিয়ারত ৩৪
✓কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পন্থা ৩৫
✓সর্বপ্রথম কবর থেকে যিনি উঠবেন ৩৯

কবরের আযাব **৪১**
✓কবরের আযাব থকে বাচাঁর উপায় ৪৯
✓কবরের আযাব থেকে মুক্তির একটি ঘটনা ৫১
✓একটি লাশে আযাবের ঘটনা ৫২
✓আলমে বরযখ বা কবরের আযাবের একটি ঘটিনা ৫৪
✓কবর লাশ গ্রহণ না করার ঘটনা ৫৫
✓কবরের আযাব সংক্রান্ত নবীজির একটি স্বপ্ন ৫৬
✓লাশ পানিতে পঁচে বা আগুনে পুড়ে গেলে কবরের আযাব ৫৮

ঈসালে সাওয়াব এবং এর জায়েয তরীকা **৬০**
✓ঈসালে সাওয়াব ৬০
✓ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যিয়াফতের আয়োজন ৬২
✓শোক প্রকাশে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন ৬৪
✓কবরে ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ৬৪

কবর সম্পৃক্ত বিদআত কাজসমূহ **৬৭**
✓বুযুর্গের কবরকে সুন্দর করে সাজানো বা সম্মান প্রদর্শন করা ৭৫
✓শিরক প্রসঙ্গ ৮২

জীবিত ও মৃতদের আত্মার পরস্পরের সাক্ষাৎ **৮৬**

হাশরের মাঠের ভয়াবহতা **৯৩**

পরকালের হিসাব-নিকাশ **৯৭**

পুলসিরাতের দূরত্ব **১০২**

হাউজে কাওসার **১০৭**

জাহান্নামের পরিচয় **১০৯**

জান্নাতের পরিচয় **১১২**

আল্লাহর দিদার **১২০**

বিস্ময়কর কিছু ঘটনা **১২৩**
✓কবর থেকে গাধার চিৎকারের আওয়াজ ১২৪
✓কাফন চোরের তাওবা ১২৫
✓কবরে সাপ-বিচ্ছুর কামড়ের আশ্চর্য ঘটনা ১২৬
✓কবরের মরা লোকের কথা বলার ঘটনা ১২৭
✓মরা মানুষের কথা বলা তথা উযায়ের আ.-এর ঘটনা ১২৮
✓মরা গাধার যুদ্ধের ঘটনা ১৩২
✓মরা শিশুর কথা বলা ও মৃত কন্যার কথা বলার ঘটনা ১৩৩
✓মরা মানুষের জিহাদের ঘটনা ১৩৭
✓মরা মানুষের অস্ত্র ধারনের ঘটনা ১৩৮
✓মরা মানুষের সাক্ষ্যদানের ঘটনা ১৩৯
✓সত্তরজন মানুষ মরার পর জীবিত হওয়ার ঘটনা ১৪৩
✓নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দেওয়ার ঘটনা ১৪৩

মানুষের মৃত্যু, কবর খনন এবং দাফন

মৃত্যুর পর করণীয়

মরার সাথে সাথে তার হাত পা সোজা করে দেওয়া, চোখ-মুখ বন্ধ করে দেওয়া, মুখ সহজেই বন্ধ করা না গেলে বা বন্ধ না থাকলে থুতনি ও মুখ কোনো কিছু দ্বারা বেঁধে দেবে এবং এবং পেটে ভারী কিছু রেখে দেবে যেন হাওয়া ঢুকে পেট ফুলে না যায়। সম্পূর্ণ শরীর চাদর দ্বারা ঢেকে রাখা এবং তাকে মাটিতে বা ফ্লোরে না রাখা বরং কোনো খাটিয়ার ওপর রাখা।[৪]

অতঃপর তাকে সুন্নাত তরীকায় গোসল দেওয়া। নারী হলে পর্দার ব্যবস্থা করে গোসল দেওয়া। অতঃপর সুন্নাত তরীকায় কাফন পরানো পুরুষের জন্য তিনটি নারীদের জন্য পাঁচটি। অতঃপর জানাযার নামায পড়া। মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য দেরি না করা। জানাযার পর লাশ না দেখা। [৫] উল্লেখ্য, গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই।[৬]

অতঃপর মুর্দাকে কবরের স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সুন্নাত তরীকায় কবর দেওয়া। মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার পূর্ণ শরীর ভালোভাবে চাদরাবৃত করে রাখা এবং চাদরাবৃত অবস্থায়ই তাকে কবরে নামানো, যাতে করে তার কোনো অঙ্গ গায়রে মাহরামদের দৃষ্টিগোচর না হয়।

কবর খননের সুন্নাত তরিকা

লাহাদ বা বগলী কবর সুন্নত। এরকম কবরের ভেতর কিবলার দিকে কিছুটা গভীর করে দেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

[৪] *আদ-দুররুল মুখতার*, ২/১৯৩।
[৫] *ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া*, ২/৩৯৮।
[৬] *ফাতহুল কাদীর*, ২/৮১; *ফাতহুল মাহমুদিয়া*, ৭/২২৭।

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

লাহাদ হলো আমাদের জন্য, আর খাড়া খবর হলো অন্য জাতির জন্য।[৭]

যমীন যদি এত নরম হয় যে, লাহাদ বগলী কবর বানানো অসম্ভব, তখন খাড়া কবর বা সিন্দুকী কবর বানানো জায়েয।

কবরে মুর্দাকে নামানোর পদ্ধতি

মুর্দার খাট কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রেখে সেদিক থেকে মুর্দাকে কবরে নামানো সুন্নাত। তবে কোনো অসুবিধা থাকলে যে দিকে রেখে লাশ কবরে নামানো সুবিধা হয়, সেদিক দিয়েই নামানো। [৮]

মুর্দাকে কবরে নামানোর পর بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ বলে মুর্দাকে সম্পূর্ণ ডান কাতে কিবলামুখি করে শোয়ানো। এটাই সুন্নাত তরীকা।[৯] বড় আফসোস, আমাদের দেশে অধিকাংশ মুর্দাকে কবরে চিৎ করে রাখা হয়—এটা সুন্নত তরীকা নয়। এ ব্যাপারে শরীআতের মাসআলা হলো, জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাঁতে শয়ন করে, মুর্দাকে সেভাবে কবরে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নাত। চিৎ করে শোয়ায়ে ঘাড় মুচড়িয়ে চেহারা কোনো রকমে কিবলামুখি করা শরীআত সম্মত নয়; বরং সম্পূর্ণ ডান কাতে শোয়ানো, যাতে স্বাভাবিকভাবে চেহারা কিবলামুখী হয়ে যায়। এজন্য কোনো বিজ্ঞ আলেম বা মুফতী সাহেবের নিকট থেকে কবর খননের নিয়ম শিখে নেওয়া দরকার, যাতে ডান কাতে শোয়ালে লাশ কোনো দিকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

শরীআতের দৃষ্টিতে সীনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সীনার মধ্যে থাকে কালব বা অন্তর। আর কলবের মধ্যেই থাকে ঈমান। সুতরাং সীনাকে কিবলামুখী

[৭] *সুনান*, তিরমিযী, পৃ. ১/২০২।
[৮] *ফাতাওয়ায়ে শামী*, ৩/১৩৯।
[৯] *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, ১/৪৮৫; *সুনান*, আবু দাউদ, *আদদুররুল মুখতার*, ২/২৩৫; *আহকামে মায়্যেত*, ২৩৬।

করে রাখা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, নামাযে মুখ ঘুরে গেলে নামায মাকরুহ হয়, কিন্তু নামায ভঙ্গ হয় না। অথচ সীনা ঘুরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং এদেশে সীনা আসমানের দিকে রেখে চিৎ করে শুইয়ে দাফন করার যে গলদ তরীকা প্রচলিত আছে, তার আশু অবসান হওয়া জরুরী।[১০]

যারা দাফনকার্যে অংশ নেবে, সম্ভব হলে তারা মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে ডান হাতে তিনবার মাটি দেবে। প্রথমবার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ—(এই মাটি থেকেই তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি); দ্বিতীয়বার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ—(আর এই মাটিতেই তোমাদের ফিরেয়ে আনব); আর তৃতীয়বার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى—(আর এই মাটি থেকেই তোমাদের আবার বের করব)।[১১]

দাফনকার্য শেষে মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট সূরা বাকারার শুরু থেকে الْمُفْلِحُونَ পর্যন্ত এবং পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে এই সূরার শেষ দুই আয়াত অর্থাৎ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে বায়হাকীর *শুআবুল ঈমান* কিতাবে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ اسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

যখন তোমাদের কেউ মারা যাবে তাকে আটকে রাখবে না; বরং দ্রুত তাকে কবরস্ত করবে। আর তার মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষাংশ পাঠ করবে।[১২]

[১০] *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি*, ১/১১৬; *ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া*, ৮/১৭৫।
[১১] *আহকামে মাইয়্যেত*, পৃ. ৮৯; দেখুন সূরা ত্বহা, ২০ : ৫৫।
[১২] *সুনান*, বাইহাকী, হাদীস নং ৭০৬৮; *তাবরানী*, হাদীস নং ১৩৬১৩; *মিশকাত*, হাদীস নং: ১৬২৩।

দাফনকার্য শেষ হওয়ার পর সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস এবং দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে মাইয়্যেতের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে পারে এবং সকলে মিলে দুআ করতে পারে।[১৩]

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন, তখন মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তার ঈমানে অটল ও দৃঢ় থাকার জন্য দুআ করো। কেননা, এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।'[১৪]

আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে আদম আলাইহিস সালামের প্রথম ছেলে কাবিলের সামনে আল্লাহ তাআলা দুইটি কাক প্রেরণ করেন। একটি কাক তার ঠোঁট এবং পা দিয়ে মাটিতে গর্ত করে এবং সে গর্তে মরা একটি কাককে রেখে দেয়। এ ঘটনা দেখে কাবিল তার ভাই হাবিলের জন্য কবর খনন করে মাটির নীচে দাফন করে। এদিকে ইশারা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন :

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটি কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কীভাবে আবৃত করবে। (সূরা মায়েদা, ৫ : ৩১)

[১৩] *আহসানুল ফাতাওয়া*, ৪/২২৩।
[১৪] *তারগীব-তারহীব*, হাদীস নং ৫১৫৯।